৮ নভেম্বর, ২০২৫

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাঁজা বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় ছাত্রদল নেতা সাম্যকে হত্যা করে

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাঁজা বিক্রি করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে মাদক কারবারিদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। হত্যার দিন আসামি কবুতর রাব্বি ইলেকট্রিক ট্রেজারগান ব্যবহার করে সাম্য ও তার বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা ও মারপিটে লিপ্ত হন। একপর্যায়ে তারা ছুরিকাঘাত চালিয়ে সাম্য ও তার বন্ধুদের গুরুতর আহত করে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, ডিবি পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ, আদালতে সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তবে চারজনের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ না থাকায় তাদের অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন মেহেদী হাসান, কবুতর রাব্বি, রিপন, নাহিদ হাসান পাপেল, হৃদয় ইসলাম, হারুন অর রশিদ সোহাগ ও রবিন। অব্যাহতির সুপারিশপ্রাপ্তরা হলেন সুজন সরকার, তামিম হাওলাদার, সম্রাট মল্লিক ও পলাশ সরদার।

অভিযুক্তরা মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খুচরা বিক্রি করত এবং আয় মেহেদীর কাছে জমা দিত। রিপন ও রাব্বি তাদের টাকা দিতে পারেননি, কারণ কিছু মাস্তান জোরপূর্বক অর্থ নিয়ে যায়। মেহেদী তখন তার লোকদের সবাইকে একত্রিত করে প্রতিহত করার নির্দেশ দেন।

মামলার বাদী, সাম্যের বড় ভাই শরীফুল ইসলাম, বলেছেন, “আমরা চাই সুষ্ঠু বিচার হোক এবং জড়িতরা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে পলায়ন করতে না পারে।”